ব্যবসায় পরিচিতি

ইউনিট 1

ভূমিকা

ব্যবসায়ের উৎপত্তির মূলে ছিল অভাববোধ। অভাব পূরণের লক্ষ্যেই মানুষ বিভিন্ন অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের মাধ্যমে উপার্জন প্রচেষ্টায় জড়িত হয়। মূলত অর্থনৈতিক কর্মকান্ড ও লেনদেনকে ঘিরেই উদ্ভব হয় ব্যবসায়ের। এ অধ্যায় থেকে আমরা ব্যবসায়ের ধারণা, উৎপত্তি, বৈশিষ্ট্য, গুরুত্ব, প্রকারভেদ ও ব্যবসায়িক পরিবেশ সহ বিভিন্ন দিক সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারবো।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৩ সপ্তাহ**

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ - ১.১ : ব্যবসায়ের ধারণা, উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ।
পাঠ - ১.২ : ব্যবসায়ের বৈশিষ্ট্য, গুরুত্ব ও কার্যাবলী।
পাঠ - ১.৩ : ব্যবসায়ের প্রকারভেদ (শিল্প, বাণিজ্য ও সেবার ধারণা এবং প্রকারভেদ)।
পাঠ - ১.৪ : ব্যবসায়ের পরিবেশ, বাংলাদেশে ব্যবসায়িক পরিবেশ ও এর উপাদান।

পাঠ-১.১ ব্যবসায়ের ধারণা, উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- ব্যবসায়ের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- ব্যবসায়ের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ বলতে পারবেন।

মূখ্য শব্দ (Key Words)	ব্যবসায়, বিনিময়, মুনাফা,

ব্যবসায়ের ধারণা

সাধারণভাবে মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে পরিচালিত অর্থনৈতিক কর্মকান্ডকে ব্যবসায় বলে। মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে মানুষ যে সব বৈধ অর্থনৈতিক কার্যাদি সম্পন্ন করে থাকে তাকে ব্যবসায় বলে। পরিবারের সদস্যদের জন্য খাদ্য

উৎপাদন করা হাঁস মুরগী পালন করা সবজি চাষ করাকে ব্যবসায় বলা যায় না। কিন্তু যখন কোন কৃষক মুনাফার আশায় ধান চাষ করে বা সবজি ফলায় তা ব্যবসায় বলে গণ্য হবে। তবে মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে পরিচালিত সকল অর্থনৈতিক কর্মকান্ড ব্যবসায় বলে গণ্য হবে যদি সেগুলো দেশের আইনে বৈধ ও সঠিক উপায়ে পরিচালিত হয়।

সুতরাং যে কাজটিকে আমরা ব্যবসায় বলবো তা চারটি মৌলিক উপাদান আছে। যেমন - ক. অর্থনৈতিক কাজ, খ. মুনাফার উদ্দেশ্য, গ. ঝুঁকি, ঘ. বৈধতা। এই ৪টি উপাদান না থাকলে কোন কাজকে ব্যবসায় বলা যাবে না।

ব্যবসায়ের আরও কিছু বৈশিষ্ট্য আছে যা একে অন্য সব পেশা থেকে আলাদা করেছে। ব্যবসায়ের সাথে জড়িত পণ্য বা সেবার অবশ্যই আর্থিক মুল্য থাকতে হবে। ব্যবসায়ের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হল এর সাথে ঝুঁকির সম্পর্ক। মূলত মুনাফা অর্জনের আশাতেই ব্যবসায়ী অর্থ বিনিয়োগ করে। ব্যবসায়িক কর্মকান্ডের মাধ্যমে মুনাফা অর্জনের পাশাপাশি অবশ্যই সেবার মনোভাব থাকতে হবে।

ব্যবসায়ের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

মানুষের চাহিদা বৃদ্ধি পাবার সাথে সাথে দিনে দিনে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের আওতাও বাড়তে থাকে। ফলে শুরু হয় কৃষি কাজ, পশু শিকার, খাদ্যশস্য উৎপাদন ও পণ্য দ্রব্য বিনিময়ের মত র্কমকান্ড। কিন্তু পণ্য বা দ্রব্য বিনিময় করেও মানুষের প্রয়োজন মেটেনি। ফলে দ্রব্য বিনিময়ের স্থলে বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে রৌপ্যের মুদ্রা ও পরবর্তী কালে কাগজি মুদ্রার প্রচলন শুরু হয়। ব্যবসায়ের ক্রমবিকাশের এ ধারাকে প্রাচীন, মধ্য, আধুনিক এই তিন পর্যায়ে বিভক্ত করা যায়।

ব্যবসায়ের ক্রমবিকাশের ধারা

প্রাচীন যুগ	মধ্য যুগ	আধুনিক যুগ
* পশু শিকার * মৎস শিকার * ফলমুল আহরণ * কৃষিকার্য * দ্রব্য বিনিময়	* বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে দুস্প্রাপ্য শামুক, ঝিনুক, কড়ি ও পাথর ব্যবহার * বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে স্বর্ণ, রৌপ্য,ও অন্যান্য ধাতব মুদ্রার ব্যবহার * কাগজি মুদ্রার প্রচলন * বাজার ও শহর সৃষ্টি * ব্যবসায় সংগঠনের উদ্ভব	* শিল্প বিপ্লব * প্রযুক্তির উন্নয়ন * বিভিন্ন শিল্প কারখানার বিকাশ * বৃহদায়তন উৎপাদন ও বন্টন ব্যবস্থা প্রচলন * ব্যাংক ও বিমা ব্যবস্থার সম্প্রসারণ * এটিএম কার্ড প্রচলন * মোবাইল ব্যাংকিং চালু

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি)
/শিক্ষার্থীর কাজ

আপনার বাড়ি/বিদ্যালয়ের আশেপাশে যে সকল ব্যবসায় চালু আছে তার একটি তালিকা তৈরী করুন।

•	•
•	•
•	•
•	•
•	•

সারসংক্ষেপ

সাধারণভাবে মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে পরিচালিত অর্থনৈতিক কর্মকান্ডকে ব্যবসায় বলে। মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে মানুষ যে সব বৈধ অর্থনৈতিক কার্যাদি সম্পন্ন করে থাকে তাকে ব্যবসায় বলে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। ব্যবসায় মুল উদ্যেশ্য কি ?
ক) মুলধন খাটানো
খ) জনশক্তি ব্যবহার
গ) সামাজিক প্রতিষ্ঠা অর্জন
ঘ) মুনাফা অর্জন

২। কোন ধরণের কাজের দ্বারা পদার্থের রূপগত উপযোগ সৃষ্টি করা হয় ?
ক) ব্যবসায়
খ) পরিবহন
গ) শিল্প
ঘ) বাণিজ্য

৩। ব্যবসায়ের প্রাথমিক কাজ কোনটি ?
ক) বন্টন
খ) উৎপাদন
গ) সেবা প্রদান
ঘ) বিজ্ঞাপন

৪। সর্বপ্রথম কোন দেশে শিল্প বিপ্লব ঘটে ?
ক) জামানিতে
খ) যুক্তরাষ্ট্র
গ) ইংল্যান্ড
ঘ) জাপান

৫। পরিবার ব্যবস্থা গড়ে উঠে কোন সময় ?
ক) আদিম যুগে
খ) প্রত্যক্ষ বিনিময় যুগে
গ) মধ্য যুগে
ঘ) আধুনিক যুগে

৬। ব্যবসায়ের উৎপত্তি ঘটে মূলত ?
ক) আদিম যুগে
খ) প্রত্যক্ষ বিনিময় যুগে
গ) মধ্য যুগে
ঘ) আধুনিক যুগে

পাঠ-১.২ ব্যবসায়ের বৈশিষ্ট্য, গুরুত্ব ও কার্যাবলী

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- ব্যবসায়ের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন
- ব্যবসায়ের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন
- ব্যবসায়ের কার্যাবলি ব্যাখ্যা করতে পারবেন

মূখ্য শব্দ (Key Words)	ব্যবসায়, বিনিময়, মুনাফা,

ব্যবসায়ের বৈশিষ্ট্যঃ

আমরা মানুষের সব ধরনের কাজকে ব্যবসায় বলতে পারি না। এর কতিপয় বৈশিষ্ট্য আছে। এই বৈশিষ্ট্যগুলো বিদ্যমান না থাকলে তাকে ব্যবসায় বলা যাবে না। নিম্নে ব্যবসায়ের বৈশিষ্ট্য গুলো দেয়া হলো ঃ-

১. **উদ্যোগ গ্রহণ ঃ** যে কোন প্রকার ব্যবসায় প্রতিষ্ঠার জন্য এক বা একাধিক ব্যক্তিকে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হয়। উদ্যোগ ছাড়া ব্যবসায় গঠন করা সম্ভব নয়। উদ্যোগ গ্রহণের মধ্য দিয়েই ব্যবসায় শুরু হয়।

২. **মুনাফা অর্জন ঃ** ব্যবসয়ের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল মুনাফা অর্জন। মুনাফা অর্জনকে কেন্দ্র করেই ব্যবসায়ের যাবতীয় কর্মকান্ড পরিচালিত হয়। তাই যে সকল কাজ মুনাফা অর্জনের উদ্যেশ্যে পরিচালিত হয় না তা ব্যবসায়ের অর্ন্তভুক্ত হবে না।

৩. **ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা ঃ** ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা ব্যবসায়ের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। যে কাজে ঝুঁকি নেই তা কোনভাবেই ব্যবসায় হিসাবে বিবেচিত হবে না।

৪. **অর্থনৈতিক কাজ ঃ** কোন কাজকে ব্যবসায় বলতে হলে তা অবশ্যই অর্থনৈতিক কাজ হতে হবে। যে সব কাজ অর্থকে প্রভাবিত করে তাকে অর্থনৈতিক কাজ বলে। তাই অর্থনৈতিক কাজ ব্যবসায়ের অন্যতম বেশিষ্ট্য।

৫. **সংগঠন ঃ** ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে উৎপাদনের উপকরণ যথা ঃ ভুমি শ্রম, ও মুলধনের সুষ্ঠ সমন্বয় সাধন করা প্রয়োজন্ সংগঠন উৎপাদনের উপকরণগুলোকে একত্রে সমন্বয় করে।

৬. **মুলধন ঃ** মুলধন ব্যবসায়ের প্রাণ শক্তি মুলধন ছাড়া ব্যবসায় পরিচালন অসম্ভব। মালিকের নিজস্ব তহবিল বা ঋণ বা অন্য কোন উৎস হতে মুলধন সংগৃহীত হতে পারে।

৭. **বৈধতা ঃ** অবৈধ্য কাজকে ব্যবসায় বলা যায় না। অবৈধ কাজ থেকে মুনাফা অর্জিত হতে পারে। তথাপি একে ব্যবসায বলা যাবেনা। যেমন- চোরাচালান, বিবাহের যৌতুক ইত্যাদি। সুতরাং বৈধতা ব্যবসায়ের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

৮. **ক্রেতা ও বিক্রেতা ঃ** ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে প্রতিটি লেনদেনে ক্রেতা ও বিক্রেতা নামক দুটি পক্ষের উপস্থিতি থাকতে হবে। তাদের একজন পণ্য বা সেবা বিক্রয় করে এবং অন্যজন তা ক্রয় করে।

৯. **আর্থিক মুল্য ঃ** প্রতিটি লেনদেনেরই অবশ্যই নির্দিষ্ট আর্থিক মুল্য থাকতে হবে। কারণ আর্থিক মুল্য ছাড়া কোন ব্যবসায়ের লেনদেন হতে পারে না।

১০. **পৌনঃপুনিকতা ঃ** ব্যবসায় হতে হলে অবশ্যই একাধিকবার ক্রয় বিক্রয় হতে হবে। মুনাফা অর্জনের আশায় যদি কোন পণ্য দ্রব্য পূনঃ পূনঃ ক্রয় বিক্রয় করে তবে ব্যবসায় বলা যাবে।

ব্যবসায়ের গুরুত্ব

অর্থনৈতিক কর্মকান্ড হিসাবে গণ্য হলেও ব্যবসায় যে কোন দেশের অর্থ সামাজিক রাজনৈতিক তথা সামগ্রিক উন্নয়নে বিশেষ অবদান রেখে চলছে। ব্যবসায়ের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেই গড়ে উঠেছে ছোট বড় দোকান থেকে শুরু করে বিশাল শিল্প-কারখানা। বর্তমান বিশ্বে ব্যবসায়ের গুরুত্ব অপরিসিম। আজকের পৃথীবিতে যে সকল দেশ উন্নতির চরম শিখরে অবস্থান করছে সে সকল দেশগুলো ব্যবসা বাণিজ্যে তত উন্নত। ব্যবসায়ের মাধ্যমে পৃথিবীতে সম্পদের যথাযথ ব্যবহার সহজ হয় এবং দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন তরান্বিত হয়।

বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যবসায়ের গুরুত্ব আলোচনা করা হলো:

১. **পণ্য দ্রব্য ও সেবার যোগান :** ব্যবসায় মানুষের বিভিন্ন-মূখী চাহিদা পুরণের জন্য ও সেবা সামগ্রীর যোগান দিয়ে থাকে। এর ফলে মানুষ তার প্রয়োজনীয় সামগ্রী অনায়াসে ভোগ করতে পারে।

২. **প্রাকৃতিক সম্পদের সদ্ব্যবহার:** দেশের প্রাকুতিক সম্পদের সদ্ব্যবহারের ওপর জাতীয় উন্নয়ন নির্ভরশীল। ব্যবসায় দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ যেমন : খনিজ দ্রব্য, জল সম্পদ, বনজ সম্পদ ইত্যাদি সংগ্রহ করে শিল্প দ্রব্য পরিণত করে জনগণের চাহিদা পূরণ করে।

৩. **জাতীয় আয়বৃদ্ধি :** ব্যবসায়ের ফলে সঞ্চয় বৃদ্ধি পায়, মূলধন গঠিত হয় ফলে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পায়।

৪. **সঞ্চয়ে উৎসাহ প্রদান :** ব্যবসায়ের মাধ্যমে স্বাধীনভাবে আয় রোজগার ও সম্পদ অর্জন করা সহজ বলে অনেকেই ব্যবসায় গড়ে তোলার লক্ষ্যে সঞ্চয়ে আগ্রহী হয়।

৫. **মুলধন গঠনও তার সদ্ব্যবহার :** ব্যবসায়ের প্রয়োজনে উদ্যোক্তাগণ বিভিন্ন উৎস হতে মুলধন সংগ্রহ করে এবং উক্ত মুলধন উপযুক্ত খাতে বিনিয়োগ করে অর্থনৈতিক উন্নয়ন তরান্বিত করে।

৬. **কর্মসংস্থান :** ব্যবসায় মানুষের কর্মসংস্থানের নতুন নতুন ক্ষেত্র সৃষ্টি করে থাকে। ব্যবসায়ের মাধ্যমে বেকার মানুষের কর্মসংস্থান হয়। ব্যবসায়িক কার্যক্রম সম্প্রসাারিত হলে অধিক সংখ্যক শিল্পকারখানা ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে এবং শিল্প ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে অনেক লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়।

৭. **যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন :** ব্যবসায়ের প্রয়োজনের কাঁচামাল ও পণ্যসামগ্রী আনয়নের জন্য সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটানো হয়ে থাকে।

৮. **সরকারের রাজস্ব বৃদ্ধি :** দেশের ব্যবসায়ের তথা শিল্প বাণিজ্যের প্রসারের ফলে সরকার বিভিন্ন খাতে প্রচুর রাজস্ব আদায় করতে পারে। এতে সরকারের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি তরান্বিত হয়।

৯. **জীবনের মানোন্নয়ন :** ব্যবসায় সমাজের জনগনের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ণে সহায়ক। ব্যবসায়ের মাধ্যমে আয় বৃদ্ধি পায়। ফলে জনগনের ক্রয়ক্ষমতা ও মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পায়, যা তাদের জীবনত্রার মানকে উন্নত করে তোলে।

১০. **সভ্যতা ও সংস্কৃতির আদান প্রদান :** ব্যবসায়ের আর্ন্তজাতিক গতিশীলতা বিভিন্ন দেশ, সমাজ, জাতির মধ্যে সম্পর্ক গড়ে তোলে। ফলে বিভিন্ন দেশের সভ্যতা ও সংস্কৃতির আদান প্রদানের পথ প্রসারিত হয়।

১১. **নগরায়ন :** ব্যবসায়ের ফলে সভ্যতার দ্রুত ক্রমবিকাশ ঘটে থাকে। যার ফলে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধাপ্রাপ্ত হয়ে বিভিন্ন অঞ্চলে দ্রুত নগরায়নের উদ্ভব হয়।

ব্যবসায়ের কার্যাবলী

মুনাফা অর্জনের উদ্যেশ্য পরিচালিত সকল অর্থনৈতিক কর্মকান্ডই ব্যবসায়িক কাজ। ব্যবসায়ের কার্যাবলী নিম্নরুপ ঃ

১. **উৎপাদন ঃ** ব্যবসায়ের প্রথম ও প্রধান কাজ হলো উৎপাদন। প্রাকৃতিক সম্পদকে মানুষের ব্যবহারর উপযোগী করার লক্ষ্যে এদেরকে রুপগত উপযোগ সৃষ্টি করাকে উৎপাদন বলে।

২. **ক্রয় ঃ** উৎপাদন কার্য অব্যাহত রাখতে ব্যবসায় সংগঠনকে বিভিন্ন উৎস থেকে কাঁচামাল ও বিভিন্ন পণ্যসামগ্রী ক্রয় করতে হয়।

৩. **বিক্রয় ঃ** অর্থের বিনিময়ে পণ্যের মালিকানা হস্তান্তর করাকে বিক্রয় বলা হয়।

৪. **অর্থসংস্থান ঃ** অর্থ ব্যতীত ব্যবসায় করা অসম্ভব। তাই ব্যবসায়ীকে অর্থ বা মুলধন বিভিন্ন উৎস থেকে সংগ্রহ করা ব্যবসায়ের অন্যতম কাজ।

৫. **পরিবহন ঃ** পরিবহন ব্যবসায়ের অন্যতম ও গুরুত্বপূর্ণ উপাদান্ এর মাধ্যমে একদিকে ব্যবসায়ের উৎপাদন কাজে ব্যবহৃত কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সরঞ্জাম কারখানায় আনা হয় অন্যদিকে উৎপাদিত পণ্য সামগ্রী ও বিক্রেতাদের নিকট প্রেরণ করা হয়।

৬. **গুদামজাতকরণ ঃ** পণ্য উৎপাদনের পর তা অবশ্যই গুদামজাতকরণ করা ব্যবসায়ের অন্যতম কাজ।

৭. **বিজ্ঞাপন ও প্রচার ঃ** উৎপাদিত পণ্য সন্মন্ধে ক্রেতা ও বিক্রেতাদের অবহিত করানোর জন্য বিজ্ঞাপন ও প্রচার কার্য চালাতে হয়।

৮. **হিসাবরক্ষণ ঃ** হিসাবরক্ষণ করা ব্যবসায়ের একটি মৌলিক কাজ। সকল ব্যবসায় সংগঠনকেই তাদের দৈনন্দিন ব্যবসায়িক লেনদেনের হিসাবরক্ষণ করতে হয়।

৯. **প্রমিতকরণ ও পর্যায়িতকরণ ঃ** ক্রয় বিক্রয়ের সুবিধার্থে পণ্যের গুণাগুণ প্রকৃতি,আকার, ওজন ইত্যাদি অনুসারে মান নির্ধারণ করতে হয়। এবং পণ্যের প্রকৃতি অনুযায়ী পণ্যকে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা ব্যবসায়ের অন্যতম কাজ।

১০. **পণ্যের মোড়কীকরণ ঃ** পণ্যের আদান প্রদান ও সংরক্ষণের জন্য ভাল ভাবে প্যাকিং করা দরকার। তাছাড়া আর্কষণীয় মোড়ক পণ্যের চাহিদা ও বাজার বৃদ্ধিতে সাহায্য করে।

১১. **বাজার গবেষণা ও পণ্য উন্নয়ন ঃ** পণ্য বা সেবার বিভিন্নমূখী উপযোগ সৃষ্টি এবং পণ্যের মান উন্নয়নের জন্য বাজার গবেষণা করতে হবে।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	**ব্যবসায়ের পাঁচটি বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত কর** • •

সারসংক্ষেপ

- মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্য নিয়ে সকল বৈধ কাজ করা হয় তার সবই কারবারের আওতাভুক্ত।
- বর্তমান ব্যবসায়ের গতিশীল বিশ্বের অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানে ব্যবসায়ের গুরুত্ব অপরিসীম। দেশের ও মানব সভ্যতার সঠিক উন্নতিতে অগ্রনী ভুমিকা পালন করে থাকে। তাই ব্যবসায়কে মানবসভ্যতার সেতুবন্ধন বলা হয়।
- আধুনিক জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ব্যবসায়িক কাজের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। অন্য দিকে বর্তমান বিশ্বে শিল্প ও বাণিজ্যের অগ্রগতিকেই জাতীয় উন্নয়নের প্রধান সূচক হিসাবে গণ্য করা হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. সম্পদ আহরণ ও প্রক্রিয়াজতকরণ ব্যবসায়ের কোন কার্যাবলির অন্তর্গত ?
ক. উৎপাদন খ. পরিবহন
গ. গুদামজাতকরণ ঘ. পর্যায়িতকরণ

২. একটি দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নের হাতিয়ার কি ?
ক. কৃষি খ. শিক্ষা
গ. মিলন ঘ. ব্যবসা বাণিজ্য

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।

মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে মিঃ সুমন কুমার একটি দোকানের মাধ্যমে ব্যবসায় চালু করেন। তিনি তার কাজের সাহায্য করার জন্য একটি কর্মচারী নিয়োগ করলেন। এখন সর্বদা দোকান খোলা রাখতে পাচ্ছেন। মুনাফা বেশি হতে লাগল। তিনি ধীরে ধীরে দোকান বড় করতে আগ্রহী হলেন। মূলধন সংগ্রহের জন্য স্থানীয় ব্যাংকের সাথে আলাপ করে জানতে পারলেন ব্যাংকে স্বল্প মেয়াদী ঋণ পাওয়া যায়। তিনি স্থির করলেন তার ব্যবসায়ের পরিধি বড় করবেন।

৩. ব্যবসায়ী মূলধন খাটায় মুলত

ক. জমি বৃদ্বির জন্য
খ. কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য
গ. মুনাফা অর্জনের জন্য
ঘ. সম্পদ বৃদ্বির জন্য

৪. ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করেন

ক. মালিকের আত্নীয় স্বজন
খ. মালিক নিজে
গ. মালিকের কর্মচরী
ঘ. মালিকের নিজে ও প্রয়োজনে কর্মচারী

৫. ব্যবসায় মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্য হল ?

(i) পণ্য ও সেবা উৎপাদন
(ii) পণ্য ও সেবা বন্টন
(iii) উৎপাদন ও বন্টনের সহায়ক কার্যকলাপ সম্পাদন

নিচের কোনটি সটিক ?

ক. i খ. i ও ii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

পাঠ-১.৩ ব্যবসায়ের প্রকারভেদ (শিল্প, বাণিজ্য ও সেবার ধারণা এবং প্রকারভেদ)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- ব্যবসায়ের প্রকারভেদ (শিল্প বাণিজ্য ও সেবার ধারণা এবং প্রকারভেদ) ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মূখ্য শব্দ (Key Words)	পণ্য দ্রব্য ও সেবা কর্ম, বিনিময়, কাঁচামাল, শিল্প

ব্যবসায়ের প্রকারভেদ

বর্তমানে ব্যবসায় শুধু পণ্যদ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। পণ্য-দ্রব্য ও সেবা-কর্ম উৎপাদন, পণ্য-দ্রব্য বিনিময় ও এর সহায়ক কাজের সমষ্টিকে ব্যবসায় বলে। পণ্য-দ্রব্য বিনিময় সংক্রান্ড় সহায়ক কাজে পরিবহন, বিমা, ব্যাংকিং গুদামজাতকরণ ও বিজ্ঞাপন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আধুনিক ব্যবসাকে প্রধানত: তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

ক. শিল্প, খ. বাণিজ্য ও গ. প্রত্যক্ষ সেবা

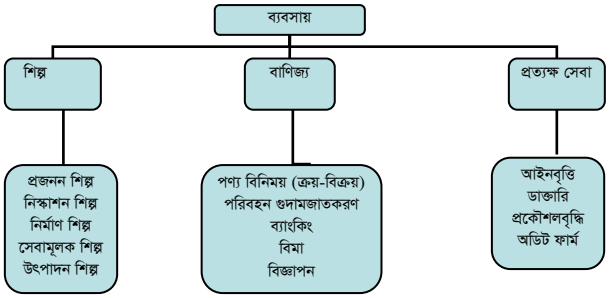

শিল্প

শিল্পকে উৎপাদনের বাহন হিসেবে বিবেচনা করা হয়। যে প্রক্রিয়ায় প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ, কাঁচামালে রূপদান এবং প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে কাঁচামালকে মানুষের ব্যবহার-উপযোগী পণ্যে পরিণত করা হয় তাকে শিল্প বলা হয়। শিল্পকে প্রধানত পাঁচ ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

- **প্রজনন শিল্প:** প্রজনন শিল্পে উৎপাদিত সামগ্রী পুনরায় সৃষ্টি বা উৎপাদনের কাজে ব্যবহৃত হয়। যেমন- নার্সারি, হ্যাচারি ইত্যাদি।
- **নিস্কাশন শিল্প:** নিস্কাশন শিল্পের মাধ্যমে ভূগর্ভ, পানি বা বায়ু হতে প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ করা হয়। যেমন- খনিজ শিল্প।
- **নির্মাণ শিল্প:** নির্মাণ শিল্পের মাধ্যমে রাস্ড়াঘাট, সেতু ইত্যাদি নির্মাণ করা হয়।
- **উৎপাদন শিল্প:** উৎপাদন শিল্পে শ্রম ও যন্ত্রের ব্যবহারের মাধ্যমে কাঁচামালকে প্রক্রিয়াজাত করে চুড়ান্ত পণ্যে রূপান্তর করা হয়। যেমন- বস্ত্র শিল্প।
- **সেবা শিল্প:** সেবা শিল্প বিভিন্ন প্রকার সেবা প্রদানের মাধ্যমে মানুষের জীবনযাত্রা সহজ ও আরামদায়ক করে। যেমন- বিদ্যুৎ ও গ্যাস উৎপাদন ও বিতরণ, ব্যাংকিং ও স্বাস্থ্য সেবা ইত্যাদি।

বাণিজ্য:

বাণিজ্যকে ব্যবসায়ের পণ্য বা সেবা সামগ্রী বন্টনকারী শাখা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। ব্যবসায় বা শিল্পে ব্যবহৃত কাঁচামাল উৎপাদকের নিকট পৌছানো কিংবা শিল্পে উৎপাদিত পণ্য বা সেবা সামগ্রী ভোক্তাদের নিকট পৌছানোর সকল কার্যাবলিকে বাণিজ্য বলে। পণ্য-দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় কার্য যথার্থভাবে সমাধানের ক্ষেত্রে অর্থগত, ঝুঁকিগত, স্থানগত, কালগত ও তথ্যগত বাধা বা সমস্যা দেখা দিতে পারে। এ সকল বাধা দূরীকরণে বাণিজ্যের বিভিন্ন অঙ্গ যেমন পরিবহন, গুদামজাতকরণ, ব্যাংকিং, বিমা, বিপণন ও বিজ্ঞাপন ইত্যাদির সহযোগীতার প্রয়োজন হয়। বাণিজ্যকে আধুনিককালে ব্যবসায় টু ব্যবসায় (Business to Business) বলেও অভিহিত করা হয়।

নিম্নে বাণিজ্যের বিভিন্ন উপাদানের ভূমিকা ছকে প্রদর্শন করা হলো-

বাণিজ্যের বিভিন্ন উপাদানের কাজ

ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের বাধা	বাণিজ্যের উপাদান	ভূমিকা
স্বত্বগত	পণ্য বিনিময়	মালিকানাসংক্রান্ড় বাধা দূর করে
স্থানগত	পরিবহন	স্থানগত বাধা দূর করে
সময়গত	গুদামজাতকরণ	সময়গত বাধা দূর করে
অর্থগত	ব্যাংকিং	অর্থ সংক্রান্ত বাধা দূর করে
ঝুঁকিগত	বিমা	ঝুঁকিসংক্রান্ত বাধা দূর করে
তথ্যগত	বিজ্ঞাপন	তথ্য ও প্রচার সংক্রান্ত বাধা দূর করে

প্রত্যক্ষ সেবা

অর্থ উপার্জনের উদ্দেশ্যে স্বাধীন পেশায় নিয়োজিত ডাক্তার, উকিল, প্রকৌশলী প্রভৃতি পেশাজীবীরা বিভিন্ন রকম সেবাকর্ম অর্থের বিনিময়ে প্রদান করে থাকেন। এ সকল সেবাকর্ম বা বৃত্তি প্রত্যক্ষ সেবা হিসেবে পরিচিত। যেমন ডাক্তারি ক্লিনিক, আইন চেম্বার, প্রকৌশলী ফার্ম, অডিট ফার্ম ইত্যাদি। প্রত্যক্ষ সেবা আধুনিক ব্যবসায়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	বিভিন্ন প্রকার শিল্পের ৫টি করে উদাহরণ

প্রজনন শিল্প	নিস্কাশন শিল্প	নির্মাণ শিল্প	উৎপাদন শিল্প	সেবামূলক শিল্প
১. নার্সারি	১. খনিজ শিল্প	১. রাস্ড়াঘাট নির্মাণ	১. বস্ত্র শিল্প	১. বিদ্যুৎ শিল্প
২.	২.	২.	২.	২.
৩.	৩.	৩.	৩.	৩.
৪.	৪.	৪.	৪.	৪.
৫.	৫.	৫.	৫.	৫.

সারসংক্ষেপ

শিল্প বাণিজ্য ও প্রত্যক্ষ সেবার ফলে বর্তমানে মানুষ সকল ধরণের সুবিধা ভোগ করেছে। পৃথিবী মানুষের হাতের কাছে এসেছে। এটি মূলত ব্যবসায়ের প্রকারভেদ এর ফল।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। পশু পালন হাঁস-মুরগীর চাষ প্রভৃতি কোন ধরণের শিল্পের অন্তর্গত ?
ক. নিস্কাশন শিল্পের খ. গঠনমূলক শিল্পের
গ. নির্মাণ শিল্পের ঘ. প্রজনন শিল্পের

২। কাঁচামাল প্রক্রিয়াজাত করে পরিণত পণ্য তৈরীর কাজে নিয়োজিত শিল্পকে কি বলা হয় ?
ক. প্রজনন শিল্প খ. উৎপাদন শিল্প
গ. নির্মাণ শিল্প ঘ. নিস্কাশন শিল্প

৩। সেতু, বাধ, ইমারত প্রভৃতির নির্মাণ কার্যাদির কোন শিল্পের অন্তর্গত ?
ক. প্রজনন শিল্প খ. গঠনমূলক শিল্প
গ. নির্মাণ শিল্প ঘ. নিস্কাশন শিল্প

৪। গাছ-গাছড়ার চারা আবাদ, পশুপালন, হাঁস-মুরগীর চাষ প্রভৃতি কোন শিল্পের অন্তর্গত ?
ক. গঠনমূলক শিল্প খ. নির্মাণ শিল্প
গ. প্রজনন শিল্প ঘ. মৃৎ শিল্প

৫। হাঁস-মুরগী পালন মৎস্য চাষ ইত্যাদি কৃষি কার্যের অন্তর্ভূক্ত-
i. শিল্প শাখায় অন্তর্ভূক্ত ii. বাণিজ্য শাখায় অন্তর্ভূক্ত
iii. প্রজনন শিল্পের অন্তর্গত
নিচের কোনটি সঠিক ?
ক. i খ. ii ও iii গ. iii ঘ. ii

পাঠ-১.৪ ব্যবসায় পরিবেশ, বাংলাদেশে ব্যবসায়িক পরিবেশ ও এর উপাদান

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- ব্যবসায় পরিবেশ, বাংলাদেশে ব্যবসায়িক পরিবেশ ও এর উপাদান ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

ব্যবসায় পরিবেশ

পরিবেশ দ্বারা মানুষের জীবনধারা আচার, আচরণ, পরিবেশ দ্বারা মানুষের জীবনধারা আচার, আচরণ,শিক্ষা, সংস্কৃতি অর্থনীতি এবং ব্যবসা প্রভাবিত হয়। পরিবেশ হলো কোন অঞ্চলের জনগনের জীবন ধারা ও অর্থনৈতিক কার্যাবলীকে প্রভাবিত করে এমন সব উপাদানের সমষ্টি পারিপার্শ্বিক উপাদানের মধ্যে রয়েছে, ভূপ্রকৃতি, জলবায়ু,নদ-নদী, পাহাড়, বনভূমি, জাতী, ধর্ম, শিক্ষা ইত্যাদি। যে সব প্রাকৃতিক ও অপ্রাকৃতিক উপাদান দ্বারা ব্যবসায়িক সংগঠনের গঠন, কার্যাবলী, উন্নতি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রভাবিত হয় সেগুলোর সমষ্টিকে ব্যবসায়িক পরিবেশ বলে। কোন স্থানের ব্যবসায় ব্যবস্থার উন্নতি র্নিভর করে ব্যবসায়িক পরিবেশের উপর।

বাংলাদেশ ব্যবসায়িক পরিবেশ

বাংলাদেশ একটি কৃষি নির্ভর উন্নয়নশীল দেশ। অবশ্য দেশের অর্থনিতিতে ব্যবসায় তথা শিল্প ও বাণিজ্যের অবদান প্রতি বছর বেড়েই চলছে। এককালে এ অঞ্চলে ব্যবসায় বাণিজ্যে সারাবিশ্বে বিখ্যাত ছিল। ব্যবসায় বাণিজ্যে প্রসিদ্ধ স্থান হিসাবে বিশেষ করে মসলিন কাপড়ের জন্য 'সোঁনারগাঁ' এবং সমুদ্র বন্দর ও জাহাজ নির্মাণ শিল্পের জন্য চট্রগ্রাম এ দুটো স্থানের নাম সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছিল। সোনাগাঁও এর আশে পাশে তৈরীর মসলিন রপ্তানি হতো ইউরোপ ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে আমাদের এ দেশ চিরকাল বাণিজ্যের জন্য বিখ্যাত ছিল। এদেশের বাণিজ্যের খ্যাতিতে প্রলুব্ধ হয়ে আরবগন স্মরণাতীত কাল পুর্বে থেকে বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপন করেন এবং দলে দলে এ দেশে আগমন করেন। বাণিজ্য বিষয়ে তখন এ অঞ্চলের শ্রীবৃদ্ধি এতদূর হয়েছিল যে, ইতিহাস বিখ্যাত তাম্রলিপ্ত ও সপ্তগ্রামের সাথে এর ঘোর প্রতিযোগিতা চলত। এ অঞ্চলের বাণিজ্য খ্যাতি প্রাচ্যের দেশ ছাড়িয়ে সুদুর ইউরোপ পর্যন্ত পৌছে ছিল। খ্রিস্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে পর্তুগীজরা এসে বাণিজ্য করতে আরম্ভ করেন। তারা সপ্তগ্রামকে ক্ষুদ্র বন্দর এবং চট্রগ্রামকে বৃহৎ নামে অভিহিত করেন। উলে- খ্য, বাণিজ্য বন্দর হিসাবে পশ্চিম বঙ্গের সপ্তগ্রাম নামটিও বিখ্যাত ছিল। সমুদ্রপথে ব্যবসায়ের জন্য আমাদের দেশ প্রসিদ্ধ ছিল। সমুদ্রগামী জাহাজও এ দেশে নির্মিত হতো। বর্তমান এ প্রতিযোগিতামুলক বিশ্বে ব্যবসায়িক পরিবেশের সকল উপাদান অনুকুল না হলে ব্যবসায় বাণিজ্যে উন্নতি লাভ করে টিকে থাকা কঠিন। নিম্নে ব্যবসায়িক পরিবেশের উপাদানগুলো বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আলোচনা কর হলো:

১। **প্রাকৃতিক উপাদান:** প্রাকৃতিক পরিবেশের অধিকাংশ উপাদানই বাংাদেশের ব্যবসায় স্থাপনের জন্য অনুকুল। দেশের প্রায় সকল অংশই নদী বিধৌত। ফলে এখানে সহজেই কৃষিজাত বিভিন্ন শিল্প ও ভোগ্য পন্যের কাঁচামাল উৎপাদন করা সম্ভব। ব্যবসায় বা শিল্প স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রাকৃতিক গ্যাস বিদ্যমান। দেশে বিদ্যমান কয়লা, চুনাপাথর, কঠিনশিলা ও খনিজতৈল শিল্প বিকাশে সহায়ক।

২। **অর্থনৈতিক উপাদান:** দেশে বিরাজমান কার্যকর অর্থ ব্যাংকিং ব্যবস্থা, কৃষি ও শিল্পের অবদান, জনগনের সঞ্চয় ও বিনিয়োগ মানসিকতা ও সরকারের পৃষ্টপোষকতা ব্যবসায় পরিবেশের সুদৃর অর্থনৈতিক উপাদান হিসাবে কাজ করে। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উপাদানগুলোর কয়েকটির ভিত্তি বেশ মজবুত হলেও অনেকগুলোর ভিত্তি তেমন সুদৃঢ় নয়। চাহিদার তুলনায় প্রয়োজনীয় মুলধনের অভাব, প্রসাসনিক জটিলতা, দালাল শ্রেণীর লোকদের হয়রানি, দ্রব্যমুল্যের উর্ধ্বগতি ইত্যাদি প্রতিকুল অবস্থা কাটাতে পারলে বাংলাদেশ ব্যবসায় বিকাশ আরও দ্রুত অগ্রসর হতে পারবে।

৩। **সামাজিক উপাদান:** জাতি ধর্মীয় বিশ্বাস, ভোক্তাদের মনোভাব, মানব সম্পদ, শিল্প ও সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রভৃতি ব্যবসায়ের সামাজিক উপাদানগুলোর বেশিরভাগ বাংলাদেশ ব্যবসায় প্রসারের ক্ষেত্রে অনুকুল। এ দেশের মানুষ জাতিগত, ঐতিহ্যগত এবং সংস্কৃতিকভাবে উদার, পরিশ্রমী এবং সৃজনশীল। অতীতে জাহাজ নির্মাণ

করে মসলিন কাপড় উৎপাদন করে ও দেশের মানুষ তাদের প্রতিভা ও পরিশ্রমের স্বাক্ষর রেখেছে। সোনারগাঁও এক সময় ব্যবসায়, শিক্ষা, দিক্ষা, কৃষি, সাহিত্যে সংস্কৃতি, শিল্প কারুশিল্পে ঝিল বিশ্বসেরা।

৪। **রাজনৈতিক উপাদান:** সুষ্ঠু আইন সৃঙ্খলা পরিস্থিতি এবং অনুকুল শিল্প ও বাণিজ্যনীতি, প্রতিবেশী ও অন্যান্য দেশের সাথে সুসম্পর্ক ব্যবস্যা বাণিজ্য প্রসারে সহায়তা করে। অন্যদিকে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, ঘন ঘন সরকার পরিবর্তন, হরতাল, ধর্মঘট ব্যবসায় বান্ধব শিল্প ও বাণিজ্যনীতির অভাব ইত্যাদি প্রদিকুল রাজনৈতিক উপাদান শিল্প ও বাণিজ্যের প্রসারে বাধা সৃষ্টি করে। দেশী বিদেশি বিনিয়োগকারীগণ বিনিয়োগ করতে উৎসাহিত হয় না। শ্রমিক অসন্তোষ, ধর্মঘট, হরতালসহ, বিভিন্ন নেতিবাচক কর্মকান্ড পরিহার করার মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যবসায়ের জন্য রাজনৈতিক পরিবেশ উন্নত করা যায়।

৫। **আইনগত উপাদান:** আইনগত পরিবেশের বেশ কিছু উপাদান বাংলাদেশে আধুনিক ও যুগপোযোগী হলেও অনেকগুলো বেশ পুরাতন। পরিবেশ সংরক্ষণ ও ভোক্তা আইনের কঠের প্রয়োগ, শিল্প ও বিনিয়োগ বান্ধব আইন তৈরী এবং দূর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি চাঁদাবাজি প্রতিরাধ আইনের কঠোর প্রয়োগের মাধ্যমে দেশের ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নতি নিশ্চিত করা যায়।

৬। **প্রযুক্তিগত পরিবেশ:** শিল্প ও ব্যবসায় বাণিজ্যের উন্নতিতে দক্ষতা সম্পন্ন কর্মী, উন্নত যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তির প্রয়োজন হয়। সাধারণত দেখা যায় যে, যে সকল দেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত পরিবেশে উন্নত তারা ব্যবসা বাণিজ্যে ও উন্নত। প্রযুক্তিগত উন্নয়ন উৎপাদন প্রক্রিয়াকে সহজতর করে। ফলে উৎপাদিত পণ্যের পরিমাণও গুনগত মান বৃদ্ধি পায়। বাংলাদেশে ব্যাবসায় পরিবেশের প্রযুক্তিগত উপাদানগুলো অনেক ক্ষেত্রই অনুকুল। ব্যবসায়ের সকল শাখায় প্রযুক্তির ব্যবহার দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	আপনার এলাকায় পরিবেশের কোন কোন উপাদান ব্যবসায়ের জন্য অনুকূল/প্রতিকূল মতামত দিন।

জলবায়ূ	
বিদ্যুৎ	
ভূমি	
গ্যাস	
নদনদী	
ধর্মীয় বিশ্বাস	
ভোক্তাদের মনোভাব	
যোগাযোগ ব্যবস্থা	
শিক্ষা ও সংস্কৃতি	
ঐতিহ্য	
ব্যাংকিং সুবিধা	
আইন শৃঙ্খলা	

সারসংক্ষেপ

যে সব প্রাকৃতিক ও অপ্রাকৃতিক উপাদান দ্বারা ব্যবসায়িক সংগঠনের গঠন, কার্যাবলী, উন্নতি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রভাবিত হয় সেগুলোর সমষ্টিকে ব্যবসায়িক পরিবেশ বলে।

ব্যবসায় বাণিজ্যে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রভাব বিস্তারকারী পরিবেশগত উপাদান সমুহের উন্নয়ন খুবই জরুরী। ব্যবসায় বাণিজ্যে ও শিল্প উন্নয়নে। অনুকুল পরিবেশ তৈরীতে সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি আমাদের সকলকে এগিয়ে আসতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. কোন স্থানে ব্যবসায় বাণিজ্য গড়ে উঠে ?
ক. বিদ্যমান ব্যবসায়িক পরিবেশের ভিত্তিতে খ. নিকা ব্যবস্থার ভিত্তিতে
গ. মিলন সাহিত্যের ভিত্তিতে ঘ. সংস্থার ভিত্তিতে

২. অপ্রাকৃতিক পরিবেশের তিনটি মূল্যবান উপকরণ হল ?
ক. জলবায়ু খ. ভূমি
গ. ঐতিয্য ঘ. প্রাকৃতিক সম্পদ

৫. বাংলাদেশ কৃষি প্রধান দেশ, কিন্তু শিক্ষণ ও ব্যবসায় বাণিজ্য অনুন্নত, কারন এ দেশে
i. মাত্রাতিরিক্ত জনসংখ্যা বিদ্যমান ii. দূর্বল অর্থ ও ঋণ ব্যবস্থা
iii. জ্ঞান বিজ্ঞান ও শিক্ষা দিক্ষার অনগ্রসর
নিচের কোনটি সঠিক ?
ক. i খ. i ও ii গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

৬. একটি দেশের শিল্প, বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক অগ্রগতির জন্য প্রয়োজন ?
i. জলবায়ু ii. ভূমি
iii. প্রাকৃতিক সম্পদ
নিচের কোনটি সঠিক ?
ক. i খ. i ও ii গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ুন এবং ৭ ও ৮ নং প্রশ্নের উত্তর দিন:
কোন দেশের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড তার জনসংখ্যার উপর নির্ভরশীল। সমাজের মানুষের একদিকে উৎপাদনকারী অন্যদিকে ভোক্তা। জনশক্তি উৎপাদনের একটি অপরিহার্য উপাদান। তাই মানুষ একটি সম্পদ ও বটে। তাই সমাজের জনগনের ধ্যান-ধারণা, শিক্ষা-দিক্ষা, ও আচর-আচরণ ব্যবসায়ের অনুকূল হওয়া অত্যাবশ্যকীয়।

৭. মানুষ ব্যবসায়ের কোন পরিবেশের উপাদান ?
ক. অর্থনৈতিক খ. সামাজিক
গ. রাজনৈতিক ঘ. প্রাকৃতিক

৮. মানুষের ধ্যান-ধারণা ব্যবসায়ের প্রতিকুল হতে ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে কোনটি সত্য হবে ?
ক. জনশক্তি ছাড়াও উন্নয়ন সম্ভব খ. রাজনৈতিক পরিবেশ প্রতিকূল হবে
গ. ব্যবসায়ের উন্নয়ন সম্ভব ঘ. ব্যবসায়ের উন্নয়ন সম্ভব নয়

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন ঃ ১

হাটহাজারী গ্রামের দশম শ্রেণীর ছাত্র নাফিসের বাবা গ্রামের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত একজন পল্লি চিকিৎসক। চিকিৎসার পাশাপাশি তিনি মানসম্মত ঔষধ ও বিক্রি করেন। গ্রামে বিভিন্ন রোগের ঔষধের ব্যপক চাহিদা থাকা সত্বেও কিছু সীমাবদ্ধতার কারণে তিনি সব ধরনের ঔষধ ক্রয় করতে পারেন না। সুষ্ঠ যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাবে ঔষধ কোম্পানির এজেন্টরা ও প্রয়োজনীয় ঔষধ সময়মত পৌছাতে পারেন না। দোকানে ঔষধের সংরক্ষণের সু-ব্যবস্থা না থাকায় অনেক ঔষধ নষ্ট হয়ে যায়।

(ক) ব্যবসায়েরে প্রধান উদ্দেশ্য কী ?

(খ) শিল্প বলতে কি বুঝায় ?

(গ) নাফিসের বাবার ব্যবসাটি কোন ধরনের ? ব্যাখ্যা করুন।

(ঘ) নাফিসের বাবার পক্ষে এলাকাবাসির চাহিদা মাফিক ঔষধ সরবরাহ করতে না পারার প্রধান কারণ কোনটি বলে আপনি মনে করেন। আপনার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দিন।

সৃজনশীল প্রশ্ন ঃ ২

মানুষ আজন্ম পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত। তার জীবন ধারা, আচার আচরণ, ধর্মীয় বিশ্বাস, শিক্ষা সংস্কৃতি ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের গতি প্রকৃতি কিরুপ হবে তা পরিবেশই নির্দিষ্ট করে দেয়। আবার মানুষ ও তার জ্ঞান বুদ্ধি ও প্রভাব দ্বারা পরিবেশের উপর নিয়ন্ত্রন প্রতিষ্ঠা করে প্রকৃতি ও পরিবেশকে স্বীয় কল্যাণে নিয়োজিত করার প্রয়াস পায়। জনাব কামাল তার পূর্ব পূরুষ যমুনা নদীর পাড়ে বসবাস করত এবং ফসলী জমি চাষাবাদ করে সংসার পরিচালনা করত। সম্প্রতি বন্যার কারণে চাষের জমি নদীগর্ভে বিলীন হওয়ায় জনাব জামাল মৎস শ্রমিক হিসাবে অন্যের নৌকায় কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করছেন।

(ক) ব্যবসায় পরিবেশ বলতে কি বুঝায় ?

(খ) সামাজিক পরিবেশের ২টি উপাদান বর্ণনা করুন ।

(গ) জনাব জামালের জীবিকার উপর ব্যবসায়িক পরিবেশের কোন্ কোন্ উপাদান প্রভাব বিস্তার করছে তা বর্ণনা করুন।

(ঘ) জনাব জামালের মৎস শ্রমিকে পরিণত হওয়ার ক্ষেত্রে পরিবেশের প্রভাব বিশ্লেষণ করুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.১ : ১. ঘ ২. ঘ ৩. খ ৪. গ ৫. ক ৬. খ ৭. ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.২ : ১.ক ২.ঘ ৩.গ ৪.ঘ ৫.ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.৩ : ১.ঘ ২.খ ৩.গ ৪.গ ৫.গ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.৪ : ১.ক ২.ক ৩.ঘ ৪.ঘ ৫.খ ৬.ঘ